ইলমে দ্বীনের ফযীলত ও গুরুত্ব

22-June-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা**র কিছু ফিরিশতা পৃথিবীতে ভ্রমন করে থাকে আর দরূদ শরীফ পাঠকারীর দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছায়।"

(নাসায়ী, কিতাবুস সাহু, বাবুস সালাম আলান নবী, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৭৯)

হাম গরীবুঁ কে আক্বা পে বে হদ দুরূদ,
হাম ফকীরোঁ কি সরওয়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমরা গরীবদের কেউ সহানুভূতি প্রদর্শনকারী ছিলো না, কিন্তু **মাহবুবে খোদা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে নিজের গোলামদের মধ্যে কবুল করে বাদশাহদের চেয়েও অগ্রগামী করে দিলেন, তাঁর প্রতি অসংখ্য দরূদ এবং লাখো সালাম বর্ষিত হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৩০ হাজার দিরহাম

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত আজিমুশ্শান কিতাব **"উয়ূনূল হিকায়াত"** ২য় খন্ডের ৫৫ পৃষ্ঠায় **"ইলমে দ্বীনের মহত্ব"** সম্পর্কীত একটি খুবই মনোমুগ্ধকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আসুন! গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবন করুন এবং **"ইলমে দ্বীন"** অর্জন করার আগ্রহ সৃষ্টি করুন। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহহাব বিন আতা খাফফাফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান ফাররূখ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বনু উমাইয়ার খেলাফতকালে যখন সীমান্ত রক্ষার জন্য খোরাসান গেলেন তখন তার সম্মানীতা স্ত্রী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا সন্তান সম্ভবা ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীর নিকট ত্রিশ (৩০) হাজার দীনার রেখে যান। সাতাইশ (২৭) বছর পর যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন তখন ঘরে পৌঁছেই বল্লম দ্বারা দরজাকে ভেতরের দিকে ধাক্কা দিলে হযরত সায়্যিদুনা

রবিআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বের হলেন। বের হতেই তিনি যখন স্বশস্ত্র এক ব্যক্তিকে দেখলেন তখন খুবই রাগান্বিত ভঙ্গিতে বললেন: হে **আল্লাহ্**র বান্দা! তুমি কি আমার ঘরে আক্রমন করতে চাও? হযরত সায়্যিদুনা ফাররূখ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: না, আমি আক্রমন করতে চাই না। বলো তো, তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করার সাহস কোথায় পেলে? অতঃপর উভয়ের মাঝে তিক্ত বাক্য বিনিময় হতে লাগলো, এমনকি হাতাহাতির উপক্রম হচ্ছিলো কিন্তু প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে ঝগড়া পর্যন্ত গড়ালো না। যখন হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং অন্যান্য লোকেরা সংবাদ পেলো তখন দ্রুত বেগে চলে আসলো। হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বারবার জিজ্ঞাসা করাতে হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান ফাররূখ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে বললেন: আমার নাম ফাররূখ এবং এইটা আমার ঘর। তাঁর সম্মানীতা স্ত্রী দরজার আড়ালে সব কথাবার্তা শুনছিলেন, এই কথায় তিনি তাঁকে চিনে ফেললেন এবং বললেন: ইনি আমার স্বামী এবং রবিআ তাঁর সন্তান। তিনি **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে যাওয়ার সময় রবিআ আমার গর্ভে ছিলো। একথা শুনে পিতাপুত্র পরস্পর জড়িয়ে ধরলো এবং তাদের চোখে খুশির অশ্রু প্রবাহিত হলো।

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান ফাররূখ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাবার খাওয়া এবং বিশ্রাম নেয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: সেই ত্রিশ হাজার দীনার কোথায়, যা আমি রেখে গিয়েছিলাম? আরয করলেন: তা আমি একটি স্থানে পুতে রেখেছি, কিছুদিন পর বের করে আনবো। এসময় হযরত সায়্যিদুনা রবিআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মসজিদে নিজের দরসের আসরে চলে গেলেন এবং হাদীসের দরস দিতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা ফাররূখ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, একটি আসর বসেছে এবং লোকেরা খুবই আদব ও মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জন করছে আর একজন সুদর্শন যুবক তাদের দরস দিচ্ছে। তিনি মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: এই ব্যক্তিটি কে, যিনি জ্ঞানের এরূপ মুক্তো ছড়াচ্ছেন? লোকেরা বললো: তিনি হচ্ছেন রবিআ বিন আবু আব্দুর রহমান, একথা শুনে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন: **আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত** আমার সন্তানকে কিরূপ মহৎ মর্যাদা দান করেছেন। অতঃপর তিনি ঘরে চলে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন: আমি তোমার কলিজার টুকরোকে আজ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত

দেখলাম, সে তো জ্ঞানের মুক্তো ঝরানো সমুদ্র। তাঁর সম্মানীতা স্ত্রী বললেন: আপনি কি আপনার ৩০ হাজার দিরহাম চান নাকি আপনার সন্তানের এই উচ্চ মর্যাদা। বললেন: **খোদার কসম**! আমি তো আমার সন্তানের এই মহান নেয়ামতের বিপরীতে কিছুই চাই না। তাঁর সম্মানীতা স্ত্রী বললেন: তবে শুনুন! আমি সেই সব টাকা আপনার সন্তানের জন্য ব্যয় করে তাকে ইলমে দ্বীন শিখিয়েছি। একথা শুনে তিনি বললেন: **খোদার কসম**! তুমি এই সম্পদ নষ্ট করোনি বরং খুবই উত্তম স্থানে ব্যয় করেছো। (উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)

মে সব দৌলত রাহে হক মে লুটা দোঁ,
শাহা এ্যয়সা মুঝে জযবা আতা হো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনী দ্বারা জানতে পারলাম, ইলমে দ্বীন হচ্ছে একটি মহান নেয়ামত, তা অর্জনের জন্য সম্পদ ব্যয় করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। আমাদের বুযুর্গদের এই মানসিকতাই থাকতো, এই জন্যই হযরত রবিআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাতা তাঁর শিক্ষার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন এবং যখন হযরত রবিআ এর পিতা জানতে পারলেন যে, আমার টাকায় আমার সন্তান ইলমে দ্বীন অর্জন করে মহান মর্যাদা অর্জন করেছে তখন আনন্দিত হয়ে সম্মানীতা স্ত্রীকে বললেন: **তুমি আমার সম্পদ নষ্ট করোনি বরং খুবই উত্তম স্থানে ব্যয় করেছো**। লাখো সালাম সেই মহৎ পিতার প্রতি এবং লাখো সালাম সেই মহান মায়ের প্রতি, উভয়ের কিরূপ মাদানী মানসিকতা ছিলো যে, এতোগুলো টাকা ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য ব্যয় করে **আল্লাহ তাআলা**র কৃতজ্ঞতা আদায় করে আনন্দ প্রকাশ করছেন, আহ! যদি এই ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব প্রদানকারীদের সদকা আমাদেরও নসীব হয়ে যেতো। আজ যতি আমরা আমাদের দিকে দৃষ্টি দিই আর যাচাই করি তবে সম্ভবত লজ্জায় মরে যাবো, কেননা আমাদের মানসিকতা এর বিপরীত, এতোগুলো টাকা যদি আমাদের কারো কাছে এসে যায়, হয়তো সে এই টাকাগুলো এমন স্থানে ব্যয় করবে যাতে আখিরাতের কোন উপকারীই হবে না। কেউ বা ভাবছেন যে, আমি তো এতোগুলো টাকা পেতেই বিদেশে ভ্রমনের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নেবো, কেননা এখানে থেকে তো উপার্জন পোষায় না, বিদেশে গিয়ে খুব উপার্জন করবো, কেউ বা

ভাবছেন, আমি তো আলিশান অট্টালিকা বানাবো, চমকদার গাড়ি কিনবো, একেক জনের ভাবনা একেক রকম!!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! যদি হযরত রবিআ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের আগ্রহের সদকায় আমাদেরও নিজের সম্পদ এই পথে ব্যয় করার মহান সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যেতো। আমাদেরও শুধু নিজে নয় বরং নিজ সন্তানদেরও ইলমে দ্বীন শেখানো উচিৎ, ইলমে দ্বীনের ফযীলতের কথা কি আর বলবো?

কোরআনে করীমের অনেক স্থানে ইলম ও ওলামার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি ৩য় পারা সূরা আলে ইমরানের ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآىِٕمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ

(পারা: ৩, আলে ইমরান, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পিতা হযরত মুফতী নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমায় ইলমের তিনটি ফযীলত প্রমানিত হয়, **প্রথমত: আল্লাহ্ তাআলা** আলিমদের আলোচনা নিজের এবং ফিরিশতাদের সাথে করেছেন, **দ্বিতীয়ত:** ওলামাদেরও ফিরিশতাদের ন্যায় নিজের একত্ববাদের সাক্ষ্য বানালেন এবং তাদের সাক্ষ্যকে নিজের সত্য মাবুদ হওয়ার দলীল ঘোষণা করেছেন, **তৃতীয়ত:** তাদের (আলিমদের) সাক্ষ্যও ফিরিশতাদের সাক্ষ্যের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য করেছেন। (ফয়যানে ইলম ও ওলামা, ৯ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে কোরআনে পাকের অপর এক স্থানে জ্ঞানীদের শান ও মহত্বকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা: ২৮, সূরা: মুজাদালা, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, **আল্লাহ্** তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: ওলামায়ে কিরাম সাধারণ মু'মিন থেকে সাতশ (৭০০) গুন বেশী মর্যাদাবান হবেন, প্রত্যেক দু'টি মর্যাদার মাঝে রয়েছে পাঁচশ (৫০০) বছরের দূরত্ব।

(কু'তুল কুলুব, আল ফসলূল আউয়াল আল হাদী ওয়া সালাসুন..., ১ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! একজন সাধারণ মুসলমানের জান্নাত নসীব হবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু আলিমে দ্বীনের সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা করুন যে, ওলামায়ে কিরামের না শুধু জান্নাত নসীব হবে বরং জান্নাতে সাধারণ মুসলমানের চেয়ে ৭০০ গুন উচ্চ মর্যাদাও অর্জিত হবে।

হাদীসে মোবারাকায় ইলমে দ্বীনের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকা দ্বারা ইলমে দ্বীনের ফযীলত স্পষ্টভাবে জানা যায়। কোরআনে পাক ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে মোবারাকায়ও ইলমে দ্বীনের অগনিত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এ থেকে তিনটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি এবং নিজের অন্তরে ইলমে দ্বীনের গুরুত্বকে জাগ্রত করি আর নিজের সন্তানদের, আত্মীয় স্বজনদেরকেও ইলমে দ্বীনের দিকে ধাবিত করি।

প্রিয় মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী:

১. যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসে না, **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাবু ফদলি তালিবে ইলম, ৪র্থ খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৫৬)

২. যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র ফরযসমূহ সম্পর্কে এক বা দু'টি অথবা তিন বা চার অথবা পাঁচটি বাক্য শিখলো এবং তা ভালভাবে স্মরণ রাখলো অতঃপর মানুষদের শেখালো তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০)

৩. **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন বান্দাকে উঠাবেন, অতঃপর ওলামাদের আলাদা করে তাদের ইরশাদ করবেন: হে ওলামাদের দল! আমি তোমাদের সম্পর্কে জানি, এজন্যই তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তোমাদের এইজন্যই জ্ঞান দেইনি যে, তোমাদের আযাবে লিপ্ত করবো। যাও! আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। (জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফদলুহু, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ থেকে জানা গেলো, ইলমে দ্বীন অর্জন করা হলো **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির মাধ্যম, ক্ষমা ও মুক্তির পথ এবং জান্নাতে প্রবেশের জামানত স্বরূপ। سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ ইলমে দ্বীনের ফযীলতেরই বা কি আর বলবো! সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইলম এমন বস্তু নয়, যার ফযীলত এবং গুনাবলী বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়, পুরো দুনিয়াই জানে যে, ইলম খুবই উত্তম একটি বিষয়, তা অর্জন করা উন্নতির নিদর্শন। এটিই সেই বস্তু, যা দ্বারা মানুষের জীবন সফল এবং আনন্দময় হয় আর এর দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায়। (এই জ্ঞান দ্বারা) ঐ জ্ঞান উদ্দেশ্য, যা কোরআন ও হাদীস থেকে অর্জিত হয়, এটিই সেই জ্ঞান যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই সজ্জিত করে এবং এই জ্ঞানই মুক্তির মাধ্যম আর কোরআন ও হাদীসে এরই বর্ণনা এসেছে এবং এই জ্ঞানের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬১৮) ইলম তথা জ্ঞান হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام রেখে যাওয়া সম্পদ, ইলম **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য অর্জনের পথ, ইলম হিদায়তের উৎস, ইলম গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়, ইলম খোদাভীতি জাগ্রত করার এক মহৎ পদ্ধতি, ইলম দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান পাওয়ার উপায়, ইলম মৃত অন্তরের জীবন, ইলম ঈমানের নিরাপত্তার রক্ষী, ইলম **আল্লাহ্ তাআলা**র সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার উপায়। মোটকথা! ইলম অসংখ্য গুনাবলীর সমষ্টি, এতে দ্বীনও রয়েছে এবং দুনিয়াও, এতে আরামও রয়েছে এবং প্রশান্তিও, এতে স্বাদও রয়েছে এবং সুখও, সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে ইলমে দ্বীনের অন্বেষনে লিপ্ত হয়ে আখিরাতের মুক্তির উপায় হয়ে যায়।

এহি হে আরযু তালিমে কোরআঁ আ'ম হো জায়ে,
হার ইক পরচম ছে উঁচা পরচমে ইসলাম হো জায়ে।

"ফয়যানে ইলম ও ওলামা" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে ইলমে দ্বীনের গুরুত্বকে জাগ্রত করতে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "**ফয়যানে ইলম ও ওলামা**" অধ্যয়ন করাও খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। এই কিতাবে আপনারা পাবেন ❀ ইলমে দ্বীন অর্জনে গুরুত্ব ❀ ইলম ও ওলামার ফযীলত ❀ ইলমের আসরে অংশগ্রহণ করার সাওয়াব

❀ ইলমে দ্বীনের পথে আসা প্রতিবন্ধকতা এবং তা নিঃশেষ করার পদ্ধতির বর্ণনা ❀ ইলম ও ওলামার খেদমতকারীর বর্ণনা। সুতরাং আজই এই কিতবাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহ সংগ্রহ করুন, নিজেও এটি অধ্যয়ন করুন এবং অপরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস যে, আজ আমাদের মন থেকে দ্বীনের গুরুত্ব ও মর্যাদা শেষ হতে চলেছে, আমাদের সমাজের অধিকাংশই না নিজে ইলমে দ্বীন শেখার প্রতি উৎসাহী এবং না নিজের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শেখায়। নিজের সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য অসংখ্য দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিদ্যা তো শেখানো হয়, কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করে নিজের এবং নিজের সন্তানের আখিরাত সাজানোর দিকে কোন মনোযোগ যায় না। সন্তান যদি মেধাবী হয় তবে তাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, কম্পিউটার প্রোগ্রামার বানানোর ইচ্ছা প্রবল আকার ধারন করে এবং যদি মেধাহীন, দুষ্ট বা পঙ্গু হয় তবে পরিত্রাণের জন্য তাকে কোন জামেয়ায় ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। আর আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা শিশুকাল থেকেই তাঁদের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শেখাতেন, এমনকি বড় বড় বাদশাহরাও নিজেদের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীনের অলঙ্কারে সজ্জিত করতেন, কেননা তাঁরা নিজেরাই ইলম ও ওলামার গুরুত্ব প্রদান করতেন।

খলিফা হারূনুর রশীদ খুবই নেককার এবং ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদানকারী বাদশাহ ছিলেন, একবার (তাঁর সন্তান) মামুনুর রশীদের শিক্ষার জন্য হযরত ইমাম কাসাঈ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه) কে আরয করা হলে তিনি বলেন: আমি এখানে পড়াতে আসবো না, শাহাজাদা আমার বাড়িতেই আসবে। হারূনুর রশীদ আরয করলেন: সে সেখানেই যাবে কিন্তু তার সবক প্রথমেই হবে। বললেন: এটাও হবে না বরং যে প্রথমে আসবে তার সবক প্রথমেই হবে। অবশেষে মামুনুর রশীদ পড়া শুরু করলো, ঘটনাক্রমে একদিন খলিফা হারূনুর রশীদ সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, দেখলেন যে, কাসাঈ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه) তাঁর পা ধৌত করছেন এবং তাঁর সন্তান মামুনুর রশীদ পানি ঢালছে। বাদশা রাগান্বিত হয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং মামুনুর

রশীদকে চাবুক মেরে বললেন: বেয়াদব! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে দু'টি হাত কেন দিয়েছে? এক হাত দিয়ে পানি ঢালো এবং অপর হাত দিয়ে তার (উস্তাদের) পা ধৌত করো। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৪ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খলীফা হারূনুর রশীদ শুধু ওলামা ও ফুকাহাদের সম্মান করতেন না বরং রাষ্ট্রীয় কাজে এবং নিজের অন্যান্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়েও ওলামা ও ফুকাহাদের গুরুত্ব দিতেন, তাঁদের কথাকেই শেষকথা মনে করতেন, আখিরাতের কল্যাণের জন্য তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করতেন, অনেক সময় উপদেশ গ্রহনের জন্য ওলামাদের দোড়গোড়ায় নিজে উপস্থিত হয়ে যেতেন এবং যদি ওলামায়ে কিরাম দরবারে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তবে রাজকীয় শান ও শওকত এবং সুলতানী প্রতাপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই সম্মানার্থে দাড়িয়ে যেতেন। যেমনটি মলফুযাতে আলা হযরতে বর্ণিত রয়েছে: হারূনুর রশীদের দরবারে যখন কোন আলিম উপস্থিত হতেন, বাদশাহ তাঁদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার সভাসদগণ আরয করলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! সুলতানী প্রতাপ তো বিলীন হয়ে যাবে। উত্তর দিলেন: **যদি ওলামায়ে দ্বীনের সম্মান দ্বারা প্রতাপ বিলীন হয়ে যায় তবে যাওয়াই উচিৎ।** **(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)**

ভাবুন তো! এমন কি কারণ ছিলো যে, হারূনুর রশীদের মতো মহান বাদশাহ নিজের সন্তানকে হযরত ইমাম কাসাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠালেন এবং নিজেও ওলামায়ে কিরামের সম্মান করছেন...? নিঃসন্দেহে এটিই কারণ ছিলো যে, তিনি ওলামাদের মান ও মর্যাদা এবং সমাজে তাঁদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন আর এই বিষয়টিও সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যে, ইসলামের এই প্রস্ফুটিত বাগানকে সতেজ রাখতে এই পবিত্র সত্বাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এমনিভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য খুবই উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন যে, জলীলুল কদর মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা সালিহ বিন কিসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যিনি স্বয়ং তাঁরও ওস্তাদ ছিলেন, তাঁকেই নিজের সন্তানদের ওস্তাদ নিযুক্ত করেন।

(আত তাহাফু লিল তাইফাতি ফি তারিখিল মদীনাতু শরীফাতু, ১/২৩৩)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতার সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে: তিনি নিজে যদিও পড়ালেখা করেননি কিন্তু ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব বোধ সম্পন্ন ছিলেন, তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, উভয় শাহাযাদা মুহাম্মদ গাযালী এবং আহমদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا ইলমে শরীয়াত ও তরিকত দ্বারা সমৃদ্ধ হোক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর শাহাজাদাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য কিছু সঞ্চয়ও করে রেখেছিলেন, যা এই দুই সৌভাগ্যবান সন্তানের জ্ঞানার্জনে অনেক কাজে এসেছে। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, কিতাবের ভুমিকা, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) এমনিভাবে আমাদের গাউসে পাক হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিশুকালেই তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের অনুমতিক্রমে জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদ চলে যান। (বাহজাতুল আসরার, যিকরে তরীকা, ১৬৭ পৃষ্ঠা) আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন, এমনকি সাড়ে চার বছর বয়সেই কোরআনে মজীদ নাযারা শেষ করার নেয়ামত দ্বারা ধন্য হলেন এবং মাত্র তের বছর দশ মাস চার দিন বয়সে সকল প্রচলিত জ্ঞান তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর থেকে অর্জন করে শিক্ষা সমাপনি সনদ (স্নাতক ডিগ্রি) অর্জন করে নেন। (ফয়যানে আলা হযরত, ৮৫ ও ৯১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাগুলো থেকে জানতে পারলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা নিজেদের সন্তানদের শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত করে দিতেন। আমাদেরও আমদের সন্তানদের মাদানী দীক্ষা দিয়ে তাঁদের ইলমে দ্বীন শেখানোর চেষ্টা করা উচিৎ, নিজের সন্তানদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ করা এই জন্যও প্রয়োজন যে, তাদের নেককার বানিয়ে যেন সেই জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায়, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। **আল্লাহ্ তাআলা** ২৮তম পারার সূরা আত তাহরীম এর ৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓىٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۶﴾

পারা: ২২, সূরা: সাবা, আয়াত: ৫২))

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন যারা **আল্লাহ্**র নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।

হযরত সায়্যিদুনা সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه খাযাইনুল ইরফানে এই আয়াতে মোবারাকার অংশবিশেষ (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا) এর পাদটিকায় বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য অবলম্বন করে, ইবাদত করে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে এবং পরিবারকে নেকীর আদেশ এবং গুনাহের প্রতি বারণ করে তাদের জ্ঞান ও আদব শিখিয়ে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করুন!

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ অর্থাৎ তোমরা সবাই নিজ নিজ প্রজাদের নেতা এবং বিচারক আর তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে কিয়ামতের দিন নিজ নিজ প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(বুখারী, কিতাবুজ জুমুআ, বাবুল জুমুআ ফিল কুরআ ওয়াল মাদান, ১/৩০৯, হাদীস নং-৮৯৩)

এই হাদীসে পাকের আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: প্রজা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কারো অধীনস্থ হওয়া। এমনিভাবে জনসাধারণরা সুলতান ও বিচারকের, সন্তানরা পিতামাতার, ছাত্ররা শিক্ষকের, মুরীদরা পীরের অধীনস্থ হলো। তাছাড়া যে সম্পদ স্ত্রী বা সন্তান অথবা চাকরকে সম্পন্ন করা হয়েছেও তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা তার উপর ওয়াজিব (আবশ্যক)। যার অধীনে কেউ নেই, সে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কর্ম ও বানী, নিজের সময় নিজের কাজের নেতা। এসবের সম্পর্কে তাকে জবাবদীহিতা করা হবে।

(নুযহাতুল কারী, ২/৫৩০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতার উচিৎ, দায়িত্বের প্রতি সজাগ থেকে নিজ সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের নামায রোযার অনুসারী বানানো এবং ফরয ও ওয়াজিব, হালাল ও হারাম, কেনা বেচা আর বান্দার হক ইত্যাদির শরয়ী বিধানাবলী সম্পর্কেও তাদের অবহিত করার ব্যবস্থা করা, এর উত্তম মাধ্যম হলো; নিজ সন্তানদের ইলমে দ্বীন শেখাতে দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করিয়ে দেয়া, যেন আমাদের সন্তান ইলমে দ্বীন শিখে অপরকে শেখায় এবং আমাদের আখিরাতের মুক্তির সোপান হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই উদ্দেশ্য সফল করতে

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত, জামেয়াতুল মদীনায় ছাত্রদের জ্ঞানের আলোয় আলেকিত করার পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করতে চারিত্রিক প্রশিক্ষণও করানো হয়, এরই ধারাবাহিকতায় জামেয়াতুল মদীনার ছাত্ররা রুটিন অনুযায়ী **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যায় বরং অনেক সৌভাগ্যবান ছাত্র তো ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্যও অর্জন করে থাকে।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠিত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত ৯২টি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসে নিজের শ্রেণীর যিম্মাদারকে জমা করিয়ে থাকে।

আমীরে আহলে সুন্নাতের ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জামেয়াতুল মদীনার ছাত্রদের এই কর্মপদ্ধতিতে আনন্দিত হয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্রদের খুবই ভালবাসী এবং তাদের ওসীলা দিয়ে নিজের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার ছাত্ররা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নফল যেমন সালাতুত তাওবা, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামাযও নিয়মিত আদায় করে, মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করে, জামেয়াতুল মদীনার আশপাশে ১২টি মাদানী কাজকে প্রসার করার জন্য দায়িত্ব পালন করে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার ওস্তাদবৃন্দ ও ছাত্ররা ইমামতি ও খেতাবতের গুরু দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন, যার ফলশ্রুতিতে অসংখ্য মসজিদ আজ পরিপূর্ণ রয়েছে। অনেক ওস্তাদ ও ছাত্র **"জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন"** এর মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে আশিকানে রাসূলকে কোরআনের শিক্ষা এবং ইলমে দ্বীনের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টায় লেগে আছে, অনেক ওস্তাদ ও ছাত্র **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে নিজের দ্বীনি সেবা পেশ করছে।

এমনিভাবে জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) এর শিক্ষিকা ও ছাত্রীরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে হওয়া মাদানী কাজে নিজেকে অংশীদার করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। ইসলামী বোনেরা আর্ন্তজাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাতের অধীনে ইসলামী বোনদের ৮টি মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করে থাকে। اَللّٰهُمَّ زِدْ فَزِدْ ثُمَّ زِدْ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** বৃদ্ধি করো, আরো বৃদ্ধি করো অতঃপর বৃদ্ধি করো। (ফয়যানে সুন্নাত, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানী কুমন্ত্রণা এবং এর চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জনের বরকতে শুধু **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না বরং **তাঁর** নেক বান্দারাও ইলমে দ্বীন অর্জনকারীকে ভালবাসে। সুতরাং আপনারাও সাহস করুন এবং নিজের সন্তানদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন এবং সৌভাগ্যবানদের তালিকায় আপনার সন্তানের নাম অন্তর্ভূক্ত করুন। নিজের সন্তানদের ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়াবী জ্ঞান দানের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনই হয়ে থাকে এবং দূভার্গ্যক্রমে অনেক পিতামাতা এরূপ ভাবে যে, আমাদের সন্তান যদি দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয় তবে مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ তার ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে, সে ঘর সংসার কিভাবে করবে এবং কিভাবে তা চালাবে, কয়েক হাজার টাকায় নিজের চাহিদা কিভাবে পূরণ করবে, মোটকথা! এরূপ অসংখ্য শয়তানী কুমন্ত্রণা এসে থাকে, যার কারণে অনেক লোক নিজের সন্তানদের পরিপূর্ণ দ্বীনি শিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। প্রথমতঃ এরূপ পিতামাতার কদমে আরয হলো যে, একজন মুসলমান যখনই কোন কাজ করে, তবে যেন তার উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জনের পরিবর্তে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং বিশেষকরে ইলমে দ্বীন শিখার ব্যাপারে তো নিরেট **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির নিয়্যতই হওয়া উচিৎ আর হলো ধন সম্পদ তবে এই বিষয়টি তো **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহের বিপরীত যে, তিনি নিজের দ্বীনের শিক্ষা অর্জনকারীকে একা ছেড়ে দেবেন, এমন হতেই পারে না! হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যে ইলমে দ্বীন অর্জন করবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার

সমস্যা সমাধান করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যেখানকার চিন্তাও সে করে না।" (জামেয়ে বয়ানিল আম্মা ওয়া ফদলুহু, বাবু জামেয়ে ফি ফদলিল ইলম, হাদীস নং-১৯৮, ৬৬ পৃষ্ঠা) অভিজ্ঞতাও এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, পরিপূর্ণ একাগ্রতা এবং ভালবাসা সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জনকারী, অনেক দুনিয়াদার লোকের চেয়েও উত্তম জীবন অতিবাহিত করে থাকে, অনেক বড় বড় রাজা বাদশা এভং অফিসাররা ওলামায়ে কিরামের হস্ত চুম্বন করে, তাঁদের সেবা করে আর তাঁদের জুতা বহন করাকে সৌভাগ্য মনে করতে দেখা যায়, অথচ এই মান ও মর্যাদা দুনিয়ার কোন বড় বড় ধনীদেরও অর্জিত হতে পারে না।

জ্ঞানের সম্মান প্রদানকারী বাদশাহ

বর্ণিত আছে: একবার খলিফা হারূনুর রশীদ হযরত আবু মুয়াবিয়া আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দাওয়াত দিলেন, তিনি চোখে দেখতেন না, খাবার সময় যখন হাত ধোয়ার জন্য বদনা এবং মুখ ধোয়ার পাত্র আনা হলো তখন (খলিফা হারূনুর রশীদ) পাত্রটি খাদিমকে দিলেন এবং নিজে বদনা নিয়ে হযরত আবু মুয়াবিয়া আযীয এর হাত ধৌত করে দিলেন এবং বললেন: "আপনি কি জানেন কে আপনার হাতে পানি ঢালছে?" বললেন: "না।" বাদশাহ আরয করলো: "হারূন" (তখন হযরত আবু মুয়াবিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দোয়া করে) বললেন: "আপনি যেভাবে জ্ঞানের সম্মান করলেন, সেভাবেই **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকে সম্মান দান করুক।" হারূন রশীদ বললেন: "এই দোয়া অর্জনের জন্যই তো আমি এসব করলাম।" (মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

ইমামে আযমের অন্তর্দৃষ্টি

এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে: বাল্যকালেই তিনি তাঁর পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেছিলেন, তাঁর মা ঘর চালানোর জন্য তাঁকে একজন ধোপীর নিকট বসিয়ে দিলেন, একবার তিনি ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মজলিশে উপস্থিত হলেন, সেখানকার আলোচনা তাঁর এতোই পছন্দ হলো যে, ধোপীর নিকট যাওয়া ছেড়ে সেখানেই বসা শুরু হয়ে গেলো। মা যখন জানতো তখন তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে ধোপীর নিকট নিয়ে যেতো, অবস্থা যখন বেগতিক তখন

তাঁর মা হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে বললেন: এই শিশুকে লালন পালন করার কেউ নেই, আমি তাঁকে ধোপীর নিকট পাঠাই যেন কিছু উপার্জন করে আনবে, কিন্তু আপনি তাঁকে বিগড়ে দিয়েছেন। হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: "হে সৌভাগ্যবতী! তাঁকে ইলম অর্জন করতে দাও, সেই দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সে বাদাম এবং ঘিয়ের হালুয়া আর উন্নত ফালুদা খাবে।" একথা শুনে ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, বলতে লাগলেন: (আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন) আমাদের মতো গরীব লোক বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া কিভাবে খেতে পারি? ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ একাগ্রতার সহিত ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন, এমনকি সেই সময় আসলো যখন কাযীর (বিচারক) পদ তাঁকে সমর্পণ করে দেয়া হলো। একবার খলিফা তাঁকে দাওয়াত করলেন, দাওয়াত চলাকালে খলিফা বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া আর উন্নত ফালুদা তাঁর দিকে বাড়িয়ে বললেন: "হে ইমাম! এই হালুয়া খান, রোজ রোজ এরূপ হালুয়া তৈরী করা আমাদের জন্য সহজ নয়।" একথা শুনে ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর কথা স্মরন হলো তখন তিনি মুচকি হাসতে লাগলেন, খলিফার জিজ্ঞাসা করায় বললেন: "আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ অনেক দিন পূর্বে আমার আম্মাজানকে বলেছিলেন যে, তোমার এই পুত্র বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া আর ফালুদা খাবে, আজ আমার সম্মানিত ওস্তাদের বানী সত্য হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি নিজের বাল্যকালের ঘটনা খলিফাকে শুনালে তিনি খুবই আশ্চার্য হলেন এবং বললেন: "নিশ্চয় ইলম উপকার সাধিত করে এবং দ্বীন ও দুনিয়ায় উন্নতি দান করে।

(উয়ুনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৩০২ নং কাহিনী, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনীতে আমাদের জন্য অনেক মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে: এটাও জানা গেলো, আউলিয়ায়ে কিরামগণ অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যতে সংগঠিত ঘটনা পূর্ব থেকেই প্রত্যক্ষ করে নেন, কামিল ওস্তাদের বিশেষ দৃষ্টি মানুষকে কি থেকে কি বানিয়ে দেয়, এটাও জানা গেলো, ইলমে দ্বীন হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার মাধ্যম, এমনকি বড় বড় দুনিয়াদারের সেই মান ও মর্যাদা অর্জিত হয় না,

যা জ্ঞান পিপাসুর সহজেই অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, ইলমে দ্বীন নিজেও শেখা এবং নিজের সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য তাদেরও ইলমে দ্বীন শেখান। মনে রাখবেন! মৃত্যুর পর নেক আমল ছাড়া অন্যান্য কোন বস্তুই কাজে আসবে না, এই ধন সম্পদ, ব্যাংক ব্যালেন্স, আলিশান দালান, বড় বড় গাড়ী, দুনিয়া পদ মর্যাদা সব এখানেই রয়ে যাবে, কবরে এর মধ্যে হতে কিছুই সাথে যাবে না, আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি ব্যতীত (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"

(মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়াত, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৩১)

ইলমে দ্বীন না থাকার ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, সদকায়ে জারিয়া, ইলমে দ্বীনের প্রসার এবং নেককার সন্তান এমন এক আমল, যা মৃত্যুর পরও তাকে সাওয়াব প্রেরণ করতে থাকে। সুতরাং নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাদের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। বর্তমান যুগে মন্দের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দ হলো অজ্ঞতা, যা সমাজের অন্যান্য মন্দের তালিকায় সর্বাগ্রে, বাড়ি ঘরের অবস্থা হোক বা ব্যবসার, বন্ধু বান্ধব হোক বা আত্মীয় স্বজনের, বিবাহের হোক বা সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষনের, মোটকথা কি **আল্লাহ্ তাআলা**র হক এবং কি বান্দার হক, জীবনের প্রতিটি স্তরে যেখানেই যেভাইে অকল্যাণ পাওয়া যাচ্ছে, যদি আমরা নিরবতায় বসে এ সম্পর্কে চিন্তা করি তবে এই বিষয়টি আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এর মূল এবং সবচেয়ে প্রকাশ্য কারণ হলো; ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব। ইলমে দ্বীন হারিয়ে ফেলা এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ শুধু কর্মকান্ড ও চারিত্রিক নয় বরং আকীদা ও ইবাদতে পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দ এবং অকল্যাণ খুবই দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে, যার মূলৎপাটনে শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন অর্জন করে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং এর মাধ্যমে অন্যের সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের মুরীদ, ভালবাসা

পোষণকারী এবং সংশ্লিষ্টদেরকে নিজের এবং অন্যের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকার মানসিকতা দিতে গিয়ে তাদেরকে এই মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন: **আমাকে নিজের এবং সারা দনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে**। তাঁর জ্ঞানবান্ধব এবং ইলমে দ্বীনের প্রসারের আগ্রহের ফলশ্রুতিতেই তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দেশ বিদেশে অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জামেয়াতুল মদীনার সর্বপ্রথম শাখা ১৯৯৫ সালে নিউ করাচীর গোদরা কলোনী এলাকা, বাবুল মদীনায় (করাচী) খোলা হয়। যেখানে তিনজন ওস্তাদ সাহেব আলিম কোর্স (দরসে নিজামী) পড়ানো শুরু করেন। এই জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠার বেশী দিন হয়নি, এই ভবনটি দ্বীনের শিক্ষার্থী ইসলামী ভাইদের আধিক্যের কারণে সংকুলান হচ্ছিলো না। সুতরাং এই জামেয়াতুল মদীনাকে ১৯৯৮ সালে গুলিস্তানে জওহর জামে মসজিদ ফয়যানে ওসমান গণী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর পাশে সুবিশাল ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের পক্ষ থেকে ইলমে দ্বীনের ভরপুর উৎসাহ প্রদানের ফলশ্রুতিতে যেমন লাখো আশিকানে রাসূল, **আল্লাহ্ তাআলা**র পথে সফরকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার মুসাফির হলো, তেমনি অধিক সংখক মাদানী কাফেলায় সফর করার পাশাপাশি পুরোপুরি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য জামেয়াতুল মদীনায়ও ধাবিত হলো। এভাবেই দুনিয়া জুড়ে জামেয়াতুল মদীনার আরো শাখা বর্ধিত হতে থাকে। বাংলাদেশেও অসংখ্য জামেয়াতুেল মদীনায় হাজারো ছাত্র-ছাত্রী দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) এর শিক্ষা অর্জন করছে এবং অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন যারা সব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে শিক্ষা সমাপনী সনদও গ্রহণ করছে। আপনিও আপনার নাম সৌভাগ্যবানদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করান এবং আপনার সন্তানকে জামেয়াতুল মদীনায় ভীর্ত করিয়ে দিন, আপনার ভাই, বন্ধু এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করুন আর তাদেরকে তাদের সন্তানকে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করানোর মানসিকতা প্রদান করুন। এতে যেমন চারিদিকে ইলমের আলো প্রতিফলিত হবে এবং অজ্ঞতার অন্ধকারও দূর হবে, তেমনি আপনার জন্যও সদকায়ে জারিয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে।

দা'ওয়াতে ইসলামীকে সহায়তা করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর ১০৩টি বিভাগ চালাতে কোটি নয় বরং শত কোটি টাকা খরচ হয়, যা সম্পদশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। মনে রাখবেন! **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীন ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী, ইসলামের বার্তাকে প্রসারকারী বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক মসজিদ ভরো মাদানী সংগঠন, এর সাথে যে কোন ধরনের সহযোগীতা করা, বাস্তবিক পক্ষে ইসলামকেই সাহায্য করা এবং যে দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করে, তার সম্পর্কে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ

(পারা: ১৭, সূরা: হজ্ব, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় **আল্লাহ্** সাহায্য করবেন তারই, যে তার দ্বীনের সাহায় করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! **আল্লাহ্ তাআলা** স্বয়ং তাকে সাহায্য করবে, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে। হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ওলী **আল্লাহ্**কে সাহায্য করা, নবীর সেবা করা, ইলমে দ্বীন প্রসার করা, সব কিছুই **আল্লাহ্ তাআলা**র দ্বীনেরই সাহায্য। (নুরুল ইরফান, ৫৩৭ পৃষ্ঠা) যেহেতু **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইলমে দ্বীনের প্রসার, গুনাহ থেকে বাঁচানো এবং সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে সত্যিকার আশিকে রাসূল বানানোর সংগঠন, তাই একে সাহায্য করাও দ্বীনের সাহায্যই। মনে রাখবেন! সোনা, রূপা, নগদ টাকা ইত্যাদি দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করা, কোন নতুন কাজ নয় বরং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎসাহে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিজের সব সম্পদ রিসালতের দরবারে পেশ করা। (সুনানে তিরমিযী, ৫/৩৮০, হাদীস নং-৩৬৯৫) যেন আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, দ্বীনের উন্নতির জন্য একজন মুসলমানও যেন নিজের সম্পদ উৎসর্গ করাতে পিছু না হঠে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামের উন্নতির জন্য হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নিজের সম্পদ উৎসর্গ করার প্রেরণার প্রতি শত কোটি মারহাবা! বর্তমান যুগেও দ্বীনি কাজের জন্য মাদানী ফান্ড (চাঁদা) জমা করা খুবই প্রয়োজন। **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: "আখেরী যুগে দ্বীনের কাজও দিরহাম ও দীনার দ্বারা হবে।" (আল মু'জামুল কবীর, ২০/২৭৯, হাদীস নং-৬৬০)

এই হাদীসে পাক দ্বারা যেমন **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদৃশ্যের জ্ঞান (ইলমে গাইব) প্রমাণিত হয়, তেমনি এটাও জানা যায় যে, একটি যুগে দ্বীনের কাজ করতে টাকার খুবই প্রয়োজন হবে, বর্তমান যুগের যে অবস্থা তা কারো অজানা নয়, যেহেতু **দা'ওয়াতে ইসলামী** একটি বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, সেহেতু এর ব্যয়ভার বহন করতে একটি বিশাল অংকের প্রয়োজন। রজবুল মুরাজ্জব, শাবানুল মুয়াযযম এবং রমযানুল মোবারকে মানুষ অধিকহারে সদকা এবং দান অনুদান প্রদানের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়, এই কারণেই এই মাসগুলোতে মাদানী ফান্ড জমা করার উত্তম সুযোগ হয়ে থাকে, আমাদেরও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের উন্নতির জন্য নিজের ঘর, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সদকার ফযীলত বর্ণনা করে অধিক পরিমান মাদানী ফান্ড জমা করানো উচিৎ।

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** এর ২৩তম খন্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় সদকার ফযীলত সম্পর্কীত হাদীস শরীফ উল্লেখ করার পর এর সারমর্ম স্বরূপ কতিপয় উপকারীতা বর্ণনা করেন। আসুন! এর মধ্য হতে কয়েকটি উপকারীতা আমরাও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি: (১) (সদকা প্রদানকারী) **আল্লাহ্ তাআলা**র দানক্রমে মন্দ মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকবে, মন্দ মৃত্যুর সত্তরটি স্তর বন্ধ হবে (২) বয়স বৃদ্ধি পাবে (৩) রিযিকে প্রশস্ততা, সম্পদে আধিক্য বে (৪) বিপদাপদ দূর হয়, মন্দ বিচারক দূর হবে, অমঙ্গলের সত্তরটি দরজা বন্ধ হবে, সত্তর প্রকারের বিপদ দূর হবে (৫) অসহায়ত্ব দূর হবে (৬) **আল্লাহ্ তাআলা**র সাহায্য অন্তর্ভূক্ত হবে (৭) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তার জন্য ওয়াজিব হবে। (৮) ফিরিশতারা তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে (৯) তার গুনাহ ক্ষমা হবে, মাগফিরাত তার জন্য ওয়াজিব হবে (১০) আহলে দ্বীনের খেদমতে সদকার চেয়ে অধিক সাওয়াব পাবে (১১) তার বিগড়ে যাওয়া কাজ সঠিক হয়ে যাবে (১২) পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে (১৩) **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে (১৪) কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে নিরাপদ থাকবে (১৫) আখিরাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় ঐশয্যশালী হবে (১৬) **আল্লাহ্ তাআলা** চাইলে সেই মোবারক দলের

সাথে থাকবে, যারা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নালাইনের সদকায় সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সকল সৌভাগ্য পাওয়ার শুধু **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে আপনার নিজের মাদানী ফান্ড নয় বরং আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদেরও এর জন্য ভরপুর উৎসাহ প্রদান করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

মাদানী ইনআমাত মাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে রমযানুল মোবারক মাসকে **মাদানী ইনআমাত মাস** হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: (২৯ শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪৩৮ হি থেকে পুরো রমযানুল মোবারক মাস পর্যন্ত) **মাদানী ইনআমাত মাস** হিসেবে উদযাপন করা হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। আপনিও **মাদানী ইনআমাত মাস** উদযাপনের নিয়্যত করে নিন এবং নিজের জন্য **মাদানী ইনআমাতে**র ১২ মাসের জন্য ১২টি রিসালা কিনে নিন আর প্রতি মাসে **মাদানী ইনআমাতে**র রিসালার ঘর পূরণ করে মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজের এলাকার **মাদানী ইনআমাতে**র যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন।

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ্! যে কেউ সত্য অন্তরে আন্তরিকভাবে **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করে, প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে রিসালার ঘর পূরণ করে এবং প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজের যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, **তাকে এর পূর্বে মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ সে কলেমা পাঠ করে নিবে না**। আমীন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)